যুগান্তর

তারিখ 9 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ভুল সংশোধনে এনসিটিবির বিজ্ঞপ্তি : তদন্ত কমিটি গঠন

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক স্তরের 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' পাঠ্যবইয়ে 'জবাই' করা পশুর মাংস 'খাওয়া'র সঙ্গে 'আল্লাহ' ও 'দেবদেবী'র প্রসঙ্গ পাশাপাশি উপস্থাপন এবং 'দেবদেবীর নামে জবাই করা মাংস খাওয়া হারাম' প্রসঙ্গ বাদ দেয়াকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে শিক্ষক-অভিভাবকদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার সংশ্লিষ্ট লেখা সংশোধন করেছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

ওদিকে পাঠ্যবইয়ে ইসলাম ধর্মের 'হালাল-হারাম' বিধানকে উপস্থাপন করতে গিয়ে একদিকে 'ইসলাম-ভিন্ন' অন্য ধর্মকে টেনে আনা, ইসলামী বিধানকে অসম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন এবং 'দেব-দেবীর' নাম 'আল্লাহ'র আগে টেনে আনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের মধ্যে। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট আগামীকাল জেলায় জেলায় বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সংগঠনটির চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্রী ও তার চেয়ারম্যান (এনসিটিবির) নিজেদের আদর্শ ও মতামত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিতে এ কাজটি করেছেন। বইটি যেহেতু 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা' তাই বইটিকে ধর্মনিরপেক্ষতার চাদরে মোড়ানোর চেষ্টা নিছক ষড়যন্ত্রেরই অপচেষ্টা মাত্র। এনসিটিবির কাছে ভুল আগে ধরা পড়েছে এবং বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভুল সংশোধন করা হয়েছে।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, দু'বছরের পাঠ তুলনা করলে দেখা যাবে বিধানটি একেবারে উল্টে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত। কেননা, ধর্মের বিধান যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এ ভুলের সঙ্গে জড়িত কেউই রক্ষা পাবে না। তাদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, পাঠ্যবইয়ের ভুলত্রুটি খুঁজতে গিয়েই এটা সরকারের নজরে আসে। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সরকার কি পদক্ষেপ নেয় তা ধৈর্য ধরে দেখার অনুরোধ করছি।

সরকার এবার প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় সব বিষয়ে নতুন পাঠ্যবই প্রবর্তন করেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, কারিকুলামের চাপ ও তাড়াহুড়োর কারণে নানা ধরনের ভুলত্রুটি হয়েছে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনী পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া আর নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম বিষয়ে হালাল-হারাম বিধানকে ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নবম-দশম শ্রেণীর 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' পুস্তকের ৮২ নম্বর পৃষ্ঠায় কতিপয় হারাম বিষয় ও দ্রব্যের তালিকার ক্ষেত্রে ১৫ নম্বর লাইনে বলা হয়, 'দেবদেবীর বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম'। অথচ এই একই বিষয়ের ২০১২ সালের গ্রন্থে (৪৩ পৃষ্ঠা) 'হালাল ও হারাম' শিরোনামে হারাম বস্তুর যে তালিকা উল্লেখ ছিল সেখানে ৫ নম্বর ক্রমিকে লেখা ছিল 'যেসব প্রাণীকে কোন দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়, তার গোশত হারাম।' ঘটনাকে গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন নামপ্রকাশ না করে এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির এক সদস্য। ওই সদস্য আরও বলেন, এর দায়-দায়িত্ব লেখকদের চেয়েও বেশি বর্তায় সম্পাদক এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানের ওপর। ওই সদস্য আরও বলেন, বিষয়টি একমাস আগে ধরা পড়ার পর গোপনে তা সংশোধন এবং শিক্ষকদের কাছে নির্দেশনা পাঠানো হয়। কিন্তু বিষয়টি গোপন থাকেনি।

পাঠ্যবইয়ে জবাই করা পশুর মাংস

সরকারের ভুল স্বীকার : ৭ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা সুবোধচন্দ্র ঢালী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা গ্রন্থে ভুলবশত যা ছাপানো হয়েছিল, তা শুদ্ধ করে 'আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া' পড়তে হবে। অর্থাৎ, দেবদেবীর নাম যে আল্লাহর আগে জুড়ে দেয়া হয়েছিল, তা বাদ দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ বিষয়ে গত ৩০ জানুয়ারি এনসিটিবির (নং-পি.উ. ২৪২/২০১৩/৮১) স্মারক মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহা-পরিচালক, সব উপ-পরিচালক, সব জেলা শিক্ষা অফিসার ও সব উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইভাবে ওয়েবসাইটেও তা সংশোধন করা হয়েছে। এ সংশোধনী অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে ওই পাঠদান বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সব শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পুনরায় নির্দেশ দেয়া হল। **কমিটি গঠন** : পরেরদিন শুক্রবার (৮ মার্চ) একই কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'এনসিটিবি প্রণীত ৯ম-১০ম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পুস্তকের ৮২নং পৃষ্ঠায় কতিপয় হারাম বিষয় ও দ্রব্যের তালিকার ক্ষেত্রে ১৫নং লাইনে ৫নং ক্রমিকে ভুলবশত মুদ্রিত অংশ সংশোধন করা হয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে এ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সব দফতর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সংশোধন কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ওয়েবসাইটেও ওই বইয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কারণ অনুসন্ধানে এবং দায়ীদের চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যুগ্মসচিবকে (মাধ্যমিক) আহ্বায়ক করে দুই সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। **চেয়ারম্যানের বক্তব্য** : এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, তাদের কাছে আগেই ভুলটি ধরা পড়েছে। যে কারণে জানুয়ারি মাসেই দেশের সব জেলা, থানা শিক্ষা অফিসারকে চিঠি দিয়ে ভুল সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। ওয়েবসাইটেও সংশোধনী দেয়া হয়েছে। একইভাবে যারা বইটি লিখেছেন তাদের কাছে ভুলের জন্য ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।